ভোরের কাগজ

61

তারিখ 13 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ব্রজমোহন কলেজের হালচাল ৩

দক্ষিণ বাংলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স আজ ১০৯ বছর। বিএম কলেজ নামে সারা দেশের শিক্ষিতমহলে সমধিক পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যোগ হয়েছে অনেক নতুন অধ্যায়। ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরিসর ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। অথচ বর্তমানে মোট ১৬২ বিঘা জমির ওপর সম্প্রসারিত হয়েছে কলেজটির কলেবর। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু হওয়া কলেজটিতে এখন পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। এ সবই সুখের কথা। আশার কথা। কিন্তু এতোসব সুখের কথার বিপরীতেই যেন রয়েছে হাজারো সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার অক্টোপাস ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিশেষ করে শিক্ষক সঙ্কট, কর্মচারী স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা, পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির মতো অসংখ্য সমস্যায় কলেজটি আজ জর্জরিত। সম্প্রতি সরজমিনে বিএম কলেজ পরিদর্শন করেছেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি ***কামাল মাছুদুর রহমান***। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। জেনেছেন নানা তথ্য। সরজমিন পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য বিএম কলেজের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ছয় পর্বের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

ব্রজমোহন কলেজের প্রধান গেট। এর অভ্যন্তরে ডানে গ্রন্থাগার ভবন ও বামে প্রশাসনিক ভবন —ভোরের কাগজ

কর্মচারী স্বল্পতায় লাইব্রেরিতে অব্যবস্থা
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেই এমবিবিএস ডাক্তার

কামাল মাছুদুর রহমান : লাইব্রেরি আছে কর্মচারী নেই, স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ডাক্তার নেই, ক্যান্টিন আছে ভালো মানের খাবার নেই- এমনিভাবে 'আছে ও নেই'-এর সহঅবস্থানের নৈরাজ্য বিরাজ করছে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

শতাধিক শিক্ষক ও অধ্যয়নরত প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য বিএম কলেজে প্রায় ৫০ হাজার বই সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি রয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরি পরিচালনার জন্য কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা- কর্মচারী নেই। লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ক্যাটালগার, বুকশসর্টার ইত্যাদি কোনো পদেই লোক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে এসব প্রয়োজনীয় পদ শূন্য থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্য এক কর্মচারীকে দিয়ে নামে মাত্র লাইব্রেরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মচারী সংকটের কবলে পড়ে লাইব্রেরির কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা কর্মচারী সংকটের কারণে সময় মতো প্রয়োজনীয় বই লাইব্রেরি থেকে তুলতে পারে না।

বিএম কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থাকলেও সেখানে নেই কোনো এমবিবিএস ডাক্তার। চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জামেরও স্বল্পতা রয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে নামে মাত্র একটি ক্যান্টিন আছে। স্বল্প আয়তন ও চেয়ার-টেবিলের অপর্যাপ্তের কারণে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো ক্যান্টিন ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ যেসব খাবার সরবরাহ করে থাকেন সেগুলোর মান ভালো নয় বলেও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ রয়েছে।

বিএম কলেজে টয়লেট সমস্যাও রয়েছে। কলেজের প্রতিটি ভবনে টয়লেট থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টয়লেটগুলো থাকে অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। ছাত্রীদের টয়লেট সমস্যা আরো প্রকট। কমনরুমের টয়লেটই ছাত্রীদের একমাত্র ভরসা।

বিএম কলেজের তথ্য কেন্দ্রের অবস্থাও বেশ নাজুক। ১৯৯৭ সালের ৩ অক্টোবর সাংবাদিকদের জন্য বিএম কলেজের উপাধ্যক্ষের কক্ষে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপাধ্যক্ষের ৫২৪৪২ নম্বরের টেলিফোন সেটটি তথ্য কেন্দ্রের কাজে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিন দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উক্ত নম্বরে ফোন করে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন বলে বিধান রাখা হয়। কিন্তু প্রায়ই তথ্য কেন্দ্রে ফোন করে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

কলেজের নতুন ক্যাম্পাসে গ্রন্থাগার ভবনের নিচতলায় ছাত্রছাত্রীদের টেলিফোনের সুবিধার্থে একটি কার্ডফোন বুথ স্থাপন করা হলেও বুথের কার্ডফোন সেটটি প্রায়ই অচল থাকে। আবার সচল অবস্থায় মাঝে মধ্যেই সেই ব্যবহারকারী ছাত্রছাত্রী কোনো কথা না বলার আগেই ফোন কার্ডের ইউনিট খরচ হয়ে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, কে বা কারা প্রায়ই কার্ডফোন সেটটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এমনকি হ্যান্ডসেট পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, ক্যাম্পাসের টেলিফোন চাহিদা মেটাতে আরো অন্তত দুটি কার্ডফোন বুথ স্থাপন করা প্রয়োজন।